রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ৬৪৮ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৬৪৩]

বিবিধ (كتاب المقدمات)

পরিচ্ছেদঃ ৭৫: মার্জনা করা এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলার বিবরণ

بَابُ الْعَفْوِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ـ (75)

আরবী

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَنَّهَا قَالَت لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟ قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأنا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وأنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، وَإِذَا أنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبريلُ عليه السلام، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إنَّ الله تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَد بَعَثَ إلَيْكَ مَلَكَ الجبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ . فَنَادَانِي مَلَكُ الجبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأنا مَلَكُ الجبال، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، إنْ شِئْتَ أطْبَقْتُ عَلَيهِمُ الأَخْشَبَيْنِ . فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: « بَلْ أَرْجُو أنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً . متفقٌ عَلَيْهِ

বাংলা

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿ خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩ ﴾ [الاعراف: ١٩٩]

অর্থাৎ “তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।” (সূরা আ’রাফ ১৯৯ আয়াত)

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

﴿ فَٱصۡفَحِ ٱلصَّفۡحَ ٱلۡجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٥]

অর্থাৎ “তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর।” (সূরা হিজর ৮৫ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلۡيَعۡفُواْ وَلۡيَصۡفَحُوٓاْۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ ﴾ [النور: ٢٢]

অর্থাৎ “তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন?” (সূরা নূর ২২ আয়াত)

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾ [ال عمران: ١٣٤]

অর্থাৎ “(সেই ধর্মভীরুদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ٤٣ ﴾ [الشورا: ٤٣]

অর্থাৎ “অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ।” (সূরা শূরা ৪৩ আয়াত)

১/৬৪৮। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ’আপনার উপর কি উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন দিন এসেছে?’ তিনি বললেন, ’’আমি তোমার কওম থেকে বহু কষ্ট পেয়েছি এবং সবচেয়ে বেশি কষ্ট আক্বাবার দিন পেয়েছি, যেদিন আমি নিজেকে ইবনে আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলাল (ত্বায়েফের এক বড় সর্দার) এর উপর (ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য) পেশ করেছিলাম। সে আমার দাওয়াত গ্রহণ করল না। সুতরাং আমি চিন্তিত হয়ে চলতে শুরু করলাম। তারপর ’ক্বারনুস সা’আলিব’ (বর্তমানে সাইল কাবীর) নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে কিছু স্বস্তি অনুভব করলাম। আমি (আকাশের দিকে) মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা মেঘখন্ড আমার উপর ছায়া করে আছে। অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম, তাতে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ’আপনার কওম আপনাকে যে কথা বলেছে এবং তারা আপনাকে যে জবাব দিয়েছে, তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর তিনি আপনার নিকট পর্বতমালার ফিরিশ্তাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি তাঁকে তাদের (ত্বায়েফবাসীদের) ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ দেন।’

অতঃপর পর্বতমালার ফিরিশ্তা আমাকে আওয়াজ দিলেন এবং আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, ’হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে, তা (সবই) মহান আল্লাহ শুনেছেন। আমি হচ্ছি পর্বতমালার ফিরিশ্তা। আমার

প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আমাকে তাদের ব্যাপারে (কোন) নির্দেশ দেন। সুতরাং আপনি কী চান? আপনি চাইলে, আমি (মক্কার) বড় বড় পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দেব।' (এ কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''(এমন কাজ করবেন না) বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করবে না।'' (বুখারী ও মুসলিম) [1]

English

(75) Chapter: Forgiveness of the Ignorant

Allah, the Exalted, says:
"Show forgiveness, enjoin what is good, and turn away from the foolish (i.e., don't punish them).'' (7:199)
"So overlook (O Muhammad (PBUH)), their faults with gracious forgiveness.'' (15:85)
"Let them pardon and forgive. Do you not love that Allah should forgive you?'' (24:22)
"And who pardon men; verily, Allah loves Al-Muhsinun (the good-doers)'' (3:134)
"And verily, whosoever shows patience and forgives, that would truly be from the things recommended by Allah.'' (42:43)

'Aishah (May Allah be pleased with her) reported:
I asked the Prophet (ﷺ) "Have you ever experienced a day harder than the day of the battle of Uhud?" He replied, "Indeed, I experienced them (dangers) at the hands of your people (i.e., the disbelievers from amongst the Quraish tribe). The hardest treatment I met from them was on the Day of 'Aqabah when I went to Ibn 'Abd Yalil bin 'Abd Kulal (who was one of the chiefs of Ta'if) with the purpose of inviting him to Islam, but he made no response (to my call). So I departed with deep distress. I did not recover until I arrived at Qarn ath-Tha'alib. There, I raised my head and saw a cloud which had cast its shadow on me. I saw in it Jibril (Gabriel) (ﷺ) who called me and said: 'Indeed, Allah, the Exalted, heard what your people said to you and the response they made to you. And He has sent you the angel in charge of the mountains to order him to do to them what you wish.' Then the angel of the mountains called me, greeted me and said: 'O Muhammad, Allah listened to what your people had said to you. I am the angel of the mountains, and my Rubb has sent me to you so that you may give me your orders. (I will carry out your orders). If you wish I will bring together the two mountains that stand opposite to each other at the extremities of Makkah to crush them in between."' But Messenger of Allah (ﷺ) said, "I rather hope

that Allah will raise from among their descendants people as will worship Allah the One, and will not ascribe partners to Him (in worship)."

[Al-Bukhari and Muslim].

Commentary: In the vicinity of Al-Madinah stands a mountain, called Uhud, where the `Battle of Uhud' took place. It was in this battle that the Prophet's face was wounded, one of his molars was broken and he fell into a pit dug by `Amr Ar-Rahib. Besides, his uncle, Hamzah (May Allah be pleased with him) was martyred and the disbelievers mutilated his body. `Aqabah was a place at Ta'if where Messenger of Allah (PBUH) rode up from Makkah and met the worst experience. Or, it could be that the incident occurred somewhere at Mina where, during the Hajj season, he urged the different clans to accept the message of Islam so as to seek their help to establish the true religion. Qarn Ath-Tha`alib is also the name of a place which is the Miqat (transit-point where pilgrims assume the state of Ihram) of the Najd people.

This Hadith also reflects the marvellous character of Messenger of Allah (PBUH) that he never rebuked the ignorant and those who caused him harm, nor did he ever avenge anybody on grounds of personal hostility. Secondly, he would endure all forms of hardships in the way of Allah with patience and endurance. He never became furious over his harassers, rather he prayed for their guidance. No doubt, the Prophetic life-pattern perennially provides inspiration to preachers and religious instructors. The responsibility of preaching is not a bed of roses but a thorny path to tread on. It is not the welcome and applause which is meted out to him, but people's taunts, reproaches and insults are heaped on the preacher. Consequently, patience, self-possession, self-control and tolerance are vital to braving trials and tribulations in the way of Allah.

ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ৩২৩১, ৭৩৮৯, মুসলিম ১৭৯৫

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=23613

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন